বিভক্তির সাত কাহন-২

ভজন সরকার

একটি প্রবাদ আছে, যে সব হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে যায়, প্রত্যেকেরই বাংলাদেশে জমিদারী থাকে – আর সে জমিদারী দখল করে নেয় মুসলিমরা। তেমনি যারাই প্রবাসী হয়েছেন প্রত্যেকেই দেশে রাজা– বাদশা কিংবা নিতান্ত পক্ষে উজির–নাজির থাকেন। আর প্রবাসী হবার পেছনে প্রত্যকেরই জুত–সই একটি নিজস্ব –যুক্তি থাকে। আর ধর্মীয় সংখ্যালঘু হলে তো কোন কথাই নেই –কোন মতে প্রাণটা হাতে নিয়ে বিমানে উঠেছেন এই যা!

কানাডাতে আগে থেকেই একটি মিথ্যার বেসাতি প্রচলিত আছে - তা হলো রিফ্যুউজি থেকে বৈধ ইমিগ্র্যান্ট হবার উপায়। যে কোন উপায়ে কানাডাতে প্রবেশাধিকার পেলেই হলো। কাগজ পত্র বানানো কোন ব্যাপার নয় - হিন্দু হলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের পেপার-কাটিং কিংবা মন্দির বা ঘর-পোড়ানোর ছবি জুড়ে দেন। আর বি এন পি জামাতের যৌথ রাজত্বেসে উপাত্তটি সংগ্রহ করতে কোনই ঝামেলা নেই। মাসাধিক কালের মধ্যেই সচিত্র বাংলা-ইংরেজী প্রতিবেদন পত্রিকা থেকেই পেয়ে যাবেন।

মুসলিম হ'লে রাজনৈতিক নিপীড়নের কাহিনী বানান। বি এন পির আমলে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ আমলে বি এন পির নেতা বনে যান। দেশে ফিরলেই প্রাণহানীর আশঙ্কা। যদি ও অনেকেই অন্যের প্রাণ হানী ঘটিয়েই কানাডাতে আশ্রয় নিয়েছেন। সে সব কুলাংগারদের অন্যতম কয়েকজন বঙবন্ধুহত্যাকারীও কানাডার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন।

বেচারা মিঃ মনটু (ছদ্মনাম) পরেছিলেন দারুন কেচালে। আওয়ামী লীগ আমলে কেইস (ইমিগ্রেশনের আবেদন) ঠুকেছেন - রায় হতে হতে বি এন পি আবার ক্ষমতায়। বিচারক বললেন -এবার দেশে ফিরে যাও। আবেদনকারী উকিলের সওয়াল জবাব - ধর্মাবতার, আমার মক্কেল এরই মধ্যে দল পরিবর্তন করেছেন। হ্যা, যে কেউ যে কোন সময়ে দল পরিবর্তন করতেই পারেন। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সে অধিকার সবার আছে।

অভিবাসনের কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা এমনি এক সুখ্যাত নেতা বনাম ঠিকাদারের – যার যন্ত্রণায় মিতিঝিল পাড়ায় অফিস করা দুস্কর হয়ে পরেছিল এক সময়। টেন্ডার ছিনতাই থেকে শুরু করে তদ্বির – মাস্তান পোষা – জঘন্য সব কাজের হোতা ছিলেন তিনি। টরেন্টোতে দেখা হতেই চোখ কপালে উঠল আমার। স্ত্রী-কে বলতেই আজীবন প্রকৌশলী বিদ্বেষী চিকিৎসাবিদ তার ক্যান্সার রোগীর মতো টিটকারীর থেরাপী দিলো আমাকে। তখনও জানি না, বিস্মায়ের পালা শুরুই হয় নি। স্তন্তিত আমি এক দিন বাংলা কাগজ খুলে। চোখ আটকে গেল একটি সচিত্র বিজ্ঞাপনে। সেই টেন্ডারবাজ মাস্তান বাংলাদেশের অন্যতম একটি রাজনৈতিক দলের কানাডার একটি প্রদেশ কমিটির সভাপতি। (ক্রমশঃ)